

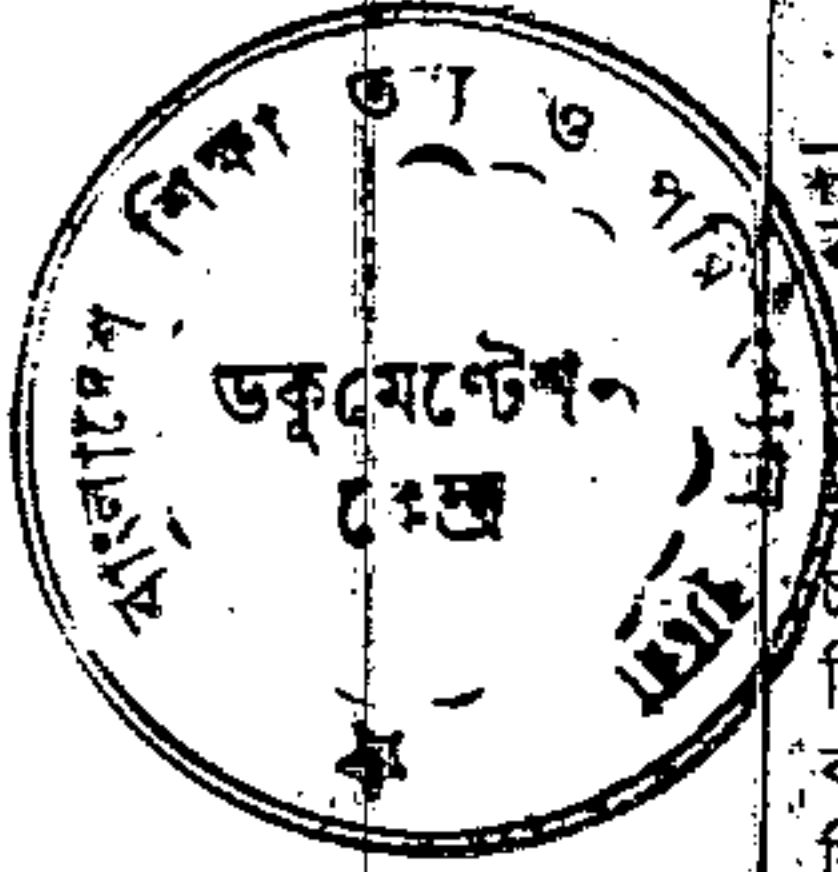
Pub. Office

ইনকিলাব

সম্পাদক সর্মাণে

04 JUL 1906
5 7

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন



বাইড-এ ভর্তি প্রসঙ্গে

আমরা জানি না একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রী নেয়ার পর মাদ্রাসায় চাকরি করার অপরাধে মাদ্রাসা শিক্ষকরা "বাইড"-এ ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার কারণ কি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছত্র-ছায়ায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন বাইড নামে দূর শিক্ষণে বি, এড ডিগ্রী কোর্স চালু করা হচ্ছে। এ কোর্স ঐ সমস্ত ডিগ্রীধারীদের জন্য উন্মুক্ত ও অর্থবহ যারা মাধ্যমিক স্কুলে চাকরি করেন। অথচ সমপর্যায়ে শিক্ষা লাভ করেও যারা ভুল করে মাদ্রাসায় চাকরি গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য নয়, এ কেমন কথা?

বি এড কোর্স ও বি, এড কোর্সের বিকল্প বাইড কোর্স চালু করা সত্যিই প্রশংসনীয়। এতে শিক্ষকরা উচ্চ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি উভয়টিতে লাভবান হতে পারবেন। কিন্তু এ শিক্ষার সুযোগ এক চেটিয়াভাবে প্রদান সত্যিই দুঃখজনক।

বাংলাদেশ সরকার যখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচী ঘোষণা দিয়েছে, তখন হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের প্রতি এরূপ আচরণ কি শিক্ষাকে সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়া নয়? এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

এ, কে, এম মুস্তাফীজুর রহমান
এম, ফিল. গবেষক

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা মাদ্রাসার শিক্ষক। আমরাও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মত একই বই ও বিষয়াদি পড়ে একই সংগে একই মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে

পাস করে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি। আমরাও মাদ্রাসায় স্কুল-কলেজের মত একই বিষয়াদি পাঠ দান করে থাকি। সুতরাং বাংলাদেশ সরকার বাহাদুর ও আমাদেরকে বেতনাদি বেসরকারী স্কুল-কলেজের মতই একই মানে দিয়া থাকেন।

কিন্তু 'বাইড' নামক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে তারা আমাদেরকে বঞ্চিত করছেন কি কারণে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

অতএব, কর্তৃপক্ষ সমীপে আমাদের আবেদন এই যে, যাতে মাদ্রাসায় যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী বাইড-এ ভর্তি হতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণে মর্জি হয়।

-আর, এস মাসুদ মিয়া
সিনিয়র শিক্ষক
পাদ্রীশিপ মোঃ সিনিয়র মাদ্রাসা
বাকের গঞ্জ
বরিশাল

বাইড নামক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থ দুই বৎসর যাবত মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের ভর্তি করছে। যেহেতু, বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নয়, এমন মাধ্যমিক শিক্ষক এখনও প্রায় ৭০ হাজার। দেশের মোট দশটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সনাতন পদ্ধতির বি, এড কোর্সে প্রতি বৎসর সীমিত সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাই দূর শিক্ষণ বি, এড কোর্সকে আমরা অত্যন্ত সুন্দর উদ্যোগ বলে মনে করছি। এতে একদিকে যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় না অন্যদিকে শিক্ষকদেরও তেমন সময় ও আর্থিক ব্যয় বা-ক্ষতিও কম। বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতেও স্কুল, কলেজের মত সম-যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকরা শিক্ষা দিয়া থাকেন। মাদ্রাসায়ও স্কুল কলেজের মত একই (বই) বিষয়-সমূহ পড়ানো হয়। অতএব কর্তৃপক্ষ সমীপে আরজ, এই যে, যাতে মাদ্রাসার সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী ও বাইড-এ ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ পেতে পারেন, তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

-রেজা হাবিবুর রহমান,
সহকারী শিক্ষক, বি, এ
ঝাটরা জলিশা ফাজিল মাদ্রাসা,
পটুয়াখালী।

বাংলাদেশের দশটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে দূর শিক্ষণ বি, এড কোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশিক্ষণহীন মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, এতে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকরা খুবই উপকৃত হচ্ছেন। কারণ এতে যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই শিক্ষকদের সময় ও অর্থব্যয় খুব কমই হয়।

আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলিতেও স্কুল কলেজের মত একই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষকরা ছাত্রদিগকেও দিয়া থাকেন। বাংলাদেশ সরকার তাই স্কুল কলেজের মত মাদ্রাসায় শিক্ষকদের একই মানে বেতন দিয়ে থাকেন।

অতএব, কর্তৃপক্ষ সমীপে মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনুরোধ যাতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ মাদ্রাসা শিক্ষকমণ্ডলী বাইড-এ ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

-সুলতান মাহমুদ (রাজা) শিক্ষক
চেতা নেছারিয়া সিং মাদ্রাসা,
মুজাগঞ্জ পটুয়াখালী।

স্বঃ
স্বঃ
স্বঃ